



৫৫-তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস ও জাতীয় সুরক্ষা মাস উপলক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার্তা

ত্রিপুরা সরকারের ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে আগামী ৪ঠা মার্চ ২০২৬ তারিখে সারাদেশের সাথে রাজ্যেও পালিত হবে ৫৫-তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস এবং জাতীয় সুরক্ষা মাস (৪ঠা - ৩১শে মার্চ)। কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার মানোন্নয়নই এই সুরক্ষা দিবস তথা সুরক্ষা মাস পালনের মূল লক্ষ্য।

জাতীয় নিরাপত্তা দিবস এবং মাস পালনের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ভাইদের মধ্যে নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি করা যাতে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি রোধ করা যায়। দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁদের পরিবারের ক্ষতি যেমন হয়, তেমনি শিল্পক্ষেত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এর ফলে জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তাই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত শ্রমিক ও মালিক সকলকেই দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং সুরক্ষা বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। নিজেদের সচেতনতার পাশাপাশি অন্যদেরকেও সচেতন করতে এগিয়ে আসবেন বলে প্রত্যাশা করছি।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশনের জারি করা নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন। একইসাথে কতৃপক্ষকেও বিভিন্ন আইন ও নিয়মবিধির সঠিক বাস্তবায়নে নিয়মিত নজরদারি রাখতে হবে।

“বিকশিত ভারত ২০৪৭”- স্বাধীনতার শতবর্ষে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। সেই কারণেই এ বছরের জাতীয় সুরক্ষা দিবস ও জাতীয় সুরক্ষা মাসের মূল থিম নির্ধারণ করা হয়েছে -

“নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে জনগণকে সম্পৃক্ত করুন, শিক্ষিত করুন এবং ক্ষমতায়ন করুন”

আমি আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাচ্ছি - দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সবাই যেন সুরক্ষা বিধি মেনে চলে। আসুন, আমরা সবাই মিলে জাতীয় সুরক্ষা দিবস ও জাতীয় সুরক্ষা মাসকে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য এক কার্যকর মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি।

প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা